দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩ ...

13

এইচএসসি পরীক্ষার ফল ॥ মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে মামলাও করা যায়

আলোচনা

জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত "দৈনিক জনকণ্ঠের ২১ ডিসেম্বরের সংখ্যার প্রথম পাতায় এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফল সম্পর্কে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীর রোল নাম্বারের কোন হদিস নেই।" শীর্ষক রিপোর্ট পড়ে বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছি। এই দুঃসংবাদ বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। যে সকল মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভাল ফল আশা করেছিল, তারা শুধু নিরাশই হয়নি; তাদের মধ্যে অনেকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, এমনকি কেউ কেউ আত্মাহুতি দেয়ারও চেষ্টা করেছে।

বিগত এসএসসি পরীক্ষার ভুল ফলাফল প্রকাশের কারণে সম্ভাবনাময় কচি প্রাণের অকাল অবসানের মতো করুণ ঘটনাও ঘটেছে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিগণ বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ মনোযোগ সহকারে এর মানবিক দিকের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন কি? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা এ বিষয়ে কখনও চিন্তা-ভাবনা করেননি। ভাবটা যেন এমন, পরীক্ষার ফলতো প্রকাশ করতে পেরেছি এটাই যথেষ্ট। এতেই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকগণ কৃতার্থ। কিন্তু আপনারা এই ভুল ফল প্রকাশের মাধ্যমে যে হাজার হাজার কচি মনে কী গভীর যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছেন— বোধ করি তা ভাবারও সময় নেই।

সারা বিশ্বে এখন কম্পিউটারের যুগ চলছে, এটা কেউ অস্বীকার করে না। আমাদেরও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলতে হবে। কম্পিউটার মানুষের তৈরি যন্ত্র। এই যন্ত্রটিকে চালনা করে মানুষ। আমাদের দেশের যে সকল কারিগর পরিচালনা করেন, তাঁরা কি ঐ যন্ত্রটি চালনায় সামগ্রিকভাবে দক্ষ ও পারদর্শী? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় মোটেই তা নয়। যাঁরা ঐ যন্ত্রটি অপারেট করেছেন তাঁদের ভুলের জন্যই এই রকম মারাত্মক ভুল ফল প্রকাশিত হয়েছে। যে কারণে হয়রানির শিকার হয়েছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং তাদের ভাগ্যহত পিতামাতাগণ।

যতদূর জানি, আমাদের দেশের শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার খাতা যাচাই করার মতো কম্পিউটার সিস্টেম নেই। বোর্ডসমূহের কর্তাব্যক্তিরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেকশনের সঙ্গে ঠিকাদারীর মতো এই বছর প্রায় সাড়ে তিন লাখ ছাত্রছাত্রীর দশটি বিষয়ের ত্রিশ লক্ষাধিক পরীক্ষার খাতা দেখানো হয়েছে। এত অধিকসংখ্যক খাতা একস্থানে একই সঙ্গে পরীক্ষা করানোর কারণেই প্রকাশিত ফলে এমন মারাত্মক ভুলের বিপর্যয় ঘটেছে। উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য ঢাকা বোর্ড অফিসে যান। সেখানে তাঁরা দেখেন যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের রুমের তালা বন্ধ। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পিএ অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের বলেছেন যে, এ বিষয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেকশনে যোগাযোগ করেন। উদ্বিগ্ন অভিভাবকগণ বোর্ড অফিস থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কম্পিউটার সেকশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা বলেন, "পরীক্ষার ফল বোর্ড অফিসে জমা দিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের এ মুহূর্তে করণীয় কিছু নেই।" পুনরায় অভিভাবকগণ বোর্ড অফিসে ছুটে গেলে বোর্ড অফিস থেকে বলা হয়, কম্পিউটারের ভুলের কারণে পরীক্ষার্থীদের রোল নাম্বার রেজাল্টশীটে নাও থাকতে পারে। এ ব্যাপারে সংশোধনী দেয়া হবে, তবে সময় লাগবে।

এখন প্রশ্ন হলো— পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এসএসসি, এইচএসসি অথবা অন্য কোন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হাত নেই। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেকশনকে দিয়ে ঠিকাদারীর মাধ্যমে পরীক্ষার খাতাসমূহ এক্সামিন করিয়েছেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার ভুল ফল প্রকাশের জন্য একমাত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষই দায়ী। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখন নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপাতে পারে না। আপনাদের ভুলের মাশুল ছাত্রছাত্রী অথবা তাদের অভিভাবকগণ কেন দেবেন? আপনাদের ভুল ফল প্রকাশের কারণে কেন অভিভাবকগণ একবার বোর্ড অফিস আবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দৌড়াদৌড়ি করে হয়রানির শিকার হবেন? কেনই বা কচিমনের ছাত্রছাত্রীরা আপনাদের ভুল ফল প্রকাশের কারণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে এবং কেউ কেউ আত্মাহুতি দিতেও সচেষ্ট হবে? এই ভুল ফল প্রকাশের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে কথা জানেন কি? কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের সহজ সরল অভিভাবকগণকে মানসিকভাবে নির্যাতন করার অধিকার আপনাদের কেউ দেয়নি। কোন ভাল ছাত্র কোন বিষয়ে ফেল করলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ফেল করা বিষয়ের খাতা পুনঃপরীক্ষার 'ফি' জমা দিলেও আপনারা ঐ ফেল করা বিষয়ে খাতা পুনঃপরীক্ষা করান না। শুধু বলে দেন যে 'প্রাপ্ত নাম্বার ঠিকই আছে'। আপনাদের অফিসে কোন অভিভাবক পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে কোন কিছু জানার জন্য গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এমন ব্যবহার করেন যে সে যেন জমিদার আর ঐ অভিভাবক তার প্রজাতুল্য। প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত।

পরিশেষে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, যতদিন পর্যন্ত আপনারা বিভিন্ন বোর্ডের নিজস্ব কম্পিউটার সিস্টেম ও দক্ষ অপারেটরের ব্যবস্থা না করতে পারেন, ততদিন পর্যন্ত আগের নিয়মেই পরীক্ষার খাতা দেখবেন এবং সে অনুযায়ী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করবেন। ঠিকাদারের মাধ্যমে পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করালে এবারের মতো আগামীতেও ভুল ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণ হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হবেন। ভুল ফলাফল প্রকাশের দায়-দায়িত্ব থেকে আপনারা রেহাই পাবেন না।

এ্যাডভোকেট গাজী আবদুল মান্নান